দৈনিক খবর

তারিখ 12 JUN 1993 ... পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ২ ...

15

উলিপুর ও ফুলপুর থানাঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের নামে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

উলিপুর (কুড়িগ্রাম), ১১ই জুন (মান্নান আলী প্রেরিত)।–উলিপুর ও ফুলবাড়ী থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপের নামে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়–এর উদ্যোগে বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসার সঠিক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে সারা দেশের মত জেলার উলিপুর ও ফুলবাড়ী থানার জরিপ কাজ গত ১লা মে থেকে শুরু করে। উক্ত জরিপ কাজে নিয়জিত সুপারভাইজার, উলিপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক সোহেরাব হোসেনের নেতৃত্বে জরিপ দল শুরুতেই ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। প্রকাশ, মাদ্রাসাগুলোর ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক সংখ্যা জমির অস্তিত্ব ও দখল না থাকলেও জরিপ দল তোয়াক্কা না করে সুপারভাইজারের বাসায় বসে টুপাইসের মাধ্যমে শুধু খাজনার রসিদ গ্রহণ, ছাত্র–ছাত্রীর ভূয়া হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুল ও মাদ্রাসায় জরিপ দল যাওয়ার পূর্বে মাদ্রাসা ও স্কুল প্রধানরা এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র–ছাত্রী এবং আসবাবপত্র অন্য প্রতিষ্ঠানে আমদানী করে তাৎক্ষণিকভাবে জরিপ কাজ সমাধা করে। বিশেষ করে উলিপুর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের রিক্সাযোগে ধামশ্রেণী ইন্দারীপাড় বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়ায় আদর্শহীন ঘটনায় স্থানীয় শিক্ষিত মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

জরিপ নির্দেশিকায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে জরিপ দল সরকারী ডাকবাংলো অথবা ডরমেটরী ছাড়া অন্যস্থানে অবস্থান করা যাবে না। অথচ উলিপুরে জরিপ দল সুপারভাইজারের বাসায় অবস্থান করে, জরিপ কাজ সমাধা করেছে। ফলে সুপারভাইজার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভূয়া কাগজপত্র ও ফরম পূরণে ভুল সংশোধের অজুহাতে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া জরিপ নীতিমালায় বলা আছে যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ে তাহলে জরিপ দলের নিকট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত গোপন ডাইরীতে তা উল্লেখ করতে হবে। ডাইরী পরীক্ষান্তে দেখা গেছে, ডাইরীর পৃষ্ঠাগুলো সত্যায়িত নয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হওয়ার অবকাশ রয়েছে এবং ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে ডাইরীতে প্রতিষ্ঠানের আসল রূপ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরার ভয়–ভীতি প্রদর্শন করে একাধিক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, যেখানে মাদ্রাসার চিহ্নমাত্র নেই তার পরও সরকার অনুদান দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার কি করার আছে? তাই যতটুকু পারছি স্থানীয় স্বার্থে করছি।

তিনি আরও জানান, উলিপুরে জুনিয়ারসহ উচ্চ বিদ্যালয় ২৮টি, মোট এসএসসি পরীক্ষার্থী প্রায় ১২শ'। পাশাপাশি মাদ্রাসার সংখ্যা ৬৩টি, দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৩শ' অথচ মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কয়েক গুণ বেশী। এ আকাশ–পাতাল বৈসাদৃশ্য এবং নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ডিও অফিসসহ মন্ত্রণালয় পর্যন্ত অবগত এবং একাধিক অডিট রিপোর্ট দিয়েছেন। এ অবস্থায় আসল চিত্র তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন, কয়েকটি মাদ্রাসায় প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা কম হলেও এমপিতে বেশী শিক্ষক এবং ভূয়া সার্টিফিকেট দেখিয়ে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করছে। এ অবস্থা উলিপুর ও ফুলবাড়ী থানার বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় রয়েছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ। উল্লেখ্য, কুড়িগ্রাম জেলায় ব্যাংঙের ছাতার মত রাতারাতি মাদ্রাসা গড়ে উঠার পিছনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর মহলের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের শক্ত হাত রয়েছে বলে স্থানীয় সচেতন মহল মনে করেন। বর্তমান সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র ও তালিকা সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করলেও জরিপ দলের চলমান দুর্নীতির কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সম্প্রতি জরিপ সংক্রান্ত খবর স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ হলে উক্ত সুপারভাইজার দিশেহারা হয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রকার ভয়–ভীতি ও নানা ধরনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। ফলে সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্থানীয় থানায় একটি ডায়রী দায়ের করা হয়েছে। ডায়রী নং ৯১/৯৩ তাং ৪/৬/৯৩ ইং। তাই এলাকাবাসী উক্ত জরিপে দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত দাবী করেছে।